শুক্রবার, ৫ আশ্বিন, ১৪২৪
বর্ষ : ৬, সংখ্যা : ৫১

মেক্সিকোতে ভূমিকম্পে বহু মানুষের মৃত্যু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক চাই দ্রুত উদ্ধার কাজ

মেক্সিকো শহরে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে মঙ্গলবার কমপক্ষে ২৪৮ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেদনাদায়ক হল শহরে একটি তিনতলা স্কুল বাড়ি ভেঙে পড়। ভেঙে পড়া এই বাড়ির ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৫জন ছাত্রের। মেক্সিকো ভূমিকম্প প্রবণ শহর। শহরে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। সুতরাং এই বিপদ মানুষের কাছে নূতন নয়। এর আগে ১৯৮৫ সালে একদিনের ভূমিকম্পে মেক্সিকোয় ১০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সংবাদ সংস্থার খবর অনুসারে এবারের ভূমিকম্পে অসংখ্য বহুতল ভেঙে পড়েছে। এর ফলে মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের। কিন্তু প্রশ্ন হল, মেক্সিকোর মতো প্রবল ভূমিকম্প প্রবণ শহরে এমন ঢালাওভাবে বহুতল গড়ার অনুমতি দেওয়া হল কেন? তাছাড়া নির্মাণে ভূমিকম্পে ক্ষতি হবে না এরকম কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না, সে প্রশ্নও উঠছে, সবচেয়ে বড় কথা ভূমিকম্পে ঘর-বাড়ি প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠলে। বিপন্ন মানুষ প্রাণ রক্ষার জন্য কী করবে, সারা বছর সে ব্যাপারে মানুষকে অবহিত করা দরকার মেক্সিকো প্রশাসনের। এই ঘটনায় মানুষজনকে সতর্ক করার কথাও ভাবতে হবে।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই মেক্সিকোতে ভূমিকম্প হয়। প্রায় শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের কেঁপে উঠল মেক্সিকো। সরকারিভাবে বলা হয়েছে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৭.১। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই মেক্সিকোতে মাঝারি ধরনের ভূমিকম্প হয়। ১৯৮৫ সালের ভূমিকম্পে মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ এবং সেই অভিশপ্ত দিনটিকে স্মরণ করেই মঙ্গলবার বিশেষ অনুষ্ঠান 'আর্থকোয়েক ড্রিল'-এর আয়োজন করা হয়েছিল। সে সময়েই ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটে। এই সম্পাদকীয় লেখার সময় পর্যন্ত খবর, পুরোদমে উদ্ধার কাজ চলছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও মৃতদেহ আছে বলেই আশঙ্কা। আহতদের চিকিৎসা চলছে। তবে এখন সবচেয়ে আগে চাই উদ্ধার কাজে তৎপরতা, শিশুদের খাবার ও ত্রাণ ব্যবস্থা।

অমৃত কথা

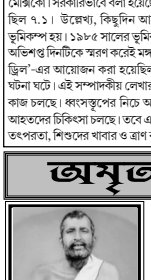

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

আপনার আনন্দে আনন্দিত! একজন সাধু অপরকে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতেছেন—''আরে, দেখো দেখো! এস্‌কো পরমহংস অবস্থা বোল্‌তা হ্যায়।'' শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে, তাহার দিকে তাকাইয়া)—হাসি পাচ্ছে। ঠাকুর বালকের ন্যায় আপনা আপনি ঈষৎ হাসিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও 'কামিনী'—সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম পূর্বকথা—শ্বশুরঘর যাবার সাধ—উলোর বামনদাসের সঙ্গে দেখা

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু যারা সংসারে আছে, আর যাদের দেহবুদ্ধি আছে, তাদের সোহহং এ ভাবটি ভাল নয়। সংসারীর পক্ষে যোগবাশিষ্ঠ, বেদান্ত—ভাল নয়। বড় খারাপ। সংসারীরা সেব্য সেবক ভাবে থাক্‌বে। 'হে ঈশ্বর, তুমি সেব্য—প্রভু, আমি সেবক—আমি তোমার দাস।' ''যাদের দেহবুদ্ধি আছে তাদের সোহহং এ ভাব ভাল না।'' সকলেই চুপ করিয়া আছে। ঠাকুর আপনা আপনি একটু একটু হাসিতেছেন। **আত্মারাম।**

সাধুরা দর্শন করিয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুর ও বাবুরাম, মাস্টার, মুখুয্যেদের হরি প্রভৃতি ভক্তেরা ঘরে ও বারান্দায় বেড়াইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে)—নবীন সেনের ওখানে তুমি গিছলে? মাস্টার—আজ্ঞা, গিছলাম। নীচে বসে গান শুনেছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বেশ করেছো। তোমার ওরা গিছলো। কেশব সেন ওদের খুড়তুতো ভাই? মাস্টার—একটু তফাৎ আছে।

দিনপঞ্জিকা

৫ আশ্বিন, ভাঃ ৩১ ভাদ্র, **২২ সেপ্টেম্বর**, ৫ আহিন, সংবৎ ২ আশ্বিন সুদি, ১মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৮, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩২। **শুক্রবার**, দ্বিতীয়া দিবা ঘ ১০।১২মিঃ। চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।২০মিঃ। ব্রহ্মযোগ দিবা ঘ ১০।১৪মিঃ। কৌলবকরণ, দিবা ঘ ১০।১২ গতে তৈতিলকরণ, রাত্রি ঘ ১০।৩১ গতে গরকরণ। **জন্মে**—কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ঘ ১২।৪৮ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ,রাত্রি ঘ ১।২০ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। **মৃতে**– একপাদদোষ; দিবা ঘ ১০।১২ গতে দোষ নাই, । **বারবেলাদি** ঘ ৮।২৯ গতে ১১।৩০ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৮।৩১ গতে ১০।১ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই, দিবা ঘ ১১।৩০ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**– (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়াত্রা) নামকরণ **নিষ্ক্রমণ অন্নপ্রাশণ** দীক্ষা দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কর্মপিউটারনির্ম্মাণ ও চালন। (**অতিরিক্ত বিবাহ—রাত্রি ঘ ১।২০ গতে শেষরাত্রি ঘ ৫।৭ মধ্যে কর্কট ও সিংহলগ্নে সুতহিবৃক্যযোগে বিবাহ**।) **বিবিধ**–তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ঘ ১০।১২ মধ্যে অনধ্যায়। পুর্ব্বাহ্নি ঘ ৯।৩০ মধ্যে বিদ্ধ বারবেলানুরোধে দিবা ঘ ৮।২৯ মধ্যে **শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর শুক্লাদ্বিতীয়াবিহিতাপূজা প্রশস্তা** , (অত্রকৃত্যে বারবেলানুরোধে নিরবকাশে ন বধ্ব সম্মতঃ)। **মুং-হিজরী ১৪৩৯ সাল আরম্ভ**। **অমৃতযোগ**–দিবা ঘ ৬।২০ মধ্যে ও ৭।৭ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১১।৪৮ গতে ২।৫৬মধ্যে ও ৩।৪৩ গতে ৫।৩২ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।৬ গতে ৯।২২ মধ্যে ও ১১।৪৯ গতে ৩।৬ মধ্যে ও ৩।৫৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

৫ আশ্বিন, ভাঃ ৩১ ভাদ্র,২২ সেপ্টেম্বর, ৫ আহিন,১ মহরম। উঃ ঘ ৫।২৮, অঃ ঘ ৫।৩২ শুক্রবার, দ্বিতীয়া দিঃ ঘঃ ১০।১২।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

গুজরাত-কর্ণাটকে আসন্ন নির্বাচন মোদী-অমিতের 'ওয়াটারলু'

কমল ভট্টাচার্য

তিন তালাক বাতিল এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা মৌলিক অধিকার বলে শীর্ষ আদালতের দুই রায়ে দেশজুড়ে যখন তুমুল আলোড়ন, তখনই আনাচে-কানাচে ঘুরছে গুজরাত ও কর্ণাটক বিধানসভার আসন্ন নির্বাচন নিয়ে আলোচনা। গুজরাত খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দুর্গ। এই রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন এল বলে। বিজেপির গর্ব গুজরাত বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০১৮ সালের ২২ জানুয়ারি। কংগ্রেসের দুর্গ কর্ণাটকে বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০১৮ সালের ২৮ মে। দুই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে সাজসাজ রব বিজেপি এবং কংগ্রেস শিবিরে। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় কর্মপদ্ধতি, বুথভিত্তিক সংগঠন তৈরি করা, নির্বাচনী রণকৌশল ইত্যাদির মূল দায়িত্ব অর্পন করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির ওপর। বিজেপি সভাপতি শাহ এই কথা ঘোষণা করেছেন, গুজরাত বিজেপির দুর্গ, মোদীর গর্ব। কর্ণাটক সোনিয়ার অহঙ্কার। এই মুহূর্তে গুজরাতকে ঘিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন। মাত্র কয়েকদিন আগে আহমেদাবাদে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বুলেট ট্রেন উপহার দিয়েছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে। বিশ্বের দ্রুততম গতি সম্পন্ন এই ট্রেন চলবে ভারতে। সেই প্রকল্পেরই শিলান্যাস করে গেলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে। এবার জাপানী বুলেট ট্রেন সুচনা থেকেই ছুটবে সুরাট থেকে ১৮০ কিলোমিটার দূরে ভারুচ জেলায়। সেখান থেকে আরও এগিয়ে নর্মদা জেলায় হল সর্দার সরোবর প্রকল্পের উদ্বোধন এবং বিশ্বের দীর্ঘতম মূর্তি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্ট্যাচু হবে ইউনিটি প্রকল্প। প্রধানমন্ত্রী মোদী লাল কার্পেটে মোড়া মঞ্চে দাঁড়িয়ে বোতাম টিপে নদীর অবরুদ্ধ ৫৮০ কোটি কিউবিক মিটার জল উৎসর্গ করেন রাজ্যবাসী তথা দেশবাসীকে। এই প্রকল্প নিয়ে ইউপিএ আমলে দেশজুড়ে প্রবল সমালোচনা হয়েছে। আন্দোলন করেছেন পরিবেশবিদরাও। এই উন্নয়নের জন্য গুজরাতে গরিব কৃষক ও গ্রামবাসীদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। এই নর্মদা জেলায় থাকে বাগোয়াবা এবং তামি উপজাতিরা। তারা ক্ষুব্ধ, তাদের চাপা বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে জেলায়। তাদের অনুযোগ, পাহাড়, নদী, পাথর, অরণ্য শেষ হয়ে যাচ্ছে বুলডোজারের নির্মম আঘাতে। গুজরাতে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন, বুলেট ট্রেন আর সর্দার সরোবর বাঁধ কি গড়ে তুলতে পারবে শক্তিশালী ভোট ব্যাঙ্ক? রাজ্যে বিধানসভা আসন ১৮২টি। এর প্রভাব বিধানসভা নির্বাচনে কতটা পড়বে, সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে গুজরাতে। গুজরাত বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে। খুব সম্ভবত চলতি মাসের শেষে অর্থাৎ ডিসেম্বরে গুজরাত বিধানসভা এবং কর্ণাটক বিধানসভার নির্বাচন হতে পারে একই সঙ্গে। গুজরাতে বরাবর বিজেপি জয়ী হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, ২০০২, ২০০৭ এবং ২০১২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি দখল করেছিল ১৮২টি আসনের মধ্যে যথাক্রমে ১২৭, ১১৭, ১১৫টি আসন। অন্যদিকে, প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস পেয়েছিল যথাক্রমে ৫১, ৫৯ এবং ৬১টি আসন। কিন্তু সম্প্রতি রাজ্যসভা নির্বাচনে এই রাজ্য থেকে নির্বাচিত হয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধীর রাজনৈতিক সচিব আহমেদ প্যাটেল। তবে গুজরাত থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপির-র সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। গুজরাতে ২০১২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কেজরিয়ালের আম আদমি পার্টির প্রভাব ছিল না। কিন্তু গত বছর গুজরাত জুড়ে পতিদার আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল আম আদমি পার্টি। নির্বাচনে প্রার্থী দেবেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপের সর্বোচ্চ নেতা অরবিন্দ কেজরিয়াল। পতিদার আন্দোলনের নেতা হার্দিক প্যাটেলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন জেডিইউ নেতারাও। সুতরাং, গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনে লড়াইয়ের ময়দানে থাকবেন হার্দিক প্যাটেল, আম আদমি পার্টি এবং শরদ যাদবের নেতৃত্বাধীন জেডিইউ। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি। সে সময়ে তিনি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন নরেন্দ্র মোদী। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হন আনন্দীবেন প্যাটেল। কিন্তু পতিদার আন্দোলনকে ঘিরে রাজ্য উত্তাল হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, শুরু হয় দলিতদের বিক্ষোভ আন্দোলন। আন্দোলন তীব্র আকার নেয়, পরিস্থিতি সামালে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। বেসামাল আনন্দীবেন দলের নির্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। যদিও ইস্তফা দেওয়ার পর আনন্দীবেন প্যাটেল বলেছিলেন, পতিদার আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার দায় তার সরকারের নয়। কিন্তু, বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব এসব কথা শুনতে রাজি ছিল না, কারণ, গুজরাতে পতিদার ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই ভোট যাতে বিরোধীরা কব্জা না করে, সেদিকেই লক্ষ্য বিজেপি নেতৃত্বের। ২০১৯ সালে দেশে আবার সাধারণ নির্বাচন হবে, সুতরাং, সেদিক থেকে গুজরাত বিধানসভার ভোটের ফলাফল জাতীয় রাজনীতির নিরিখে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্ণাটক বিধানসভার মেয়াদ শেষ হবে ২০১৮ সালের মে মাসে, সম্ভবত নির্বাচন হবে আগামী এপ্রিলে। কর্ণাটকে ২২৫ আসনবিশিষ্ট বিধানসভায় কংগ্রেস ১২৩টি আসন নিয়ে ক্ষমতায়। বিজেপির শক্তি ৪৪। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়ার জেডি-এস ৩২ জন বিধায়ক, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনমত আছে। কিন্তু তাতে বিজেপির কতটা লাভ হবে, সেটাই দেখার।

শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বছর পরেও সভ্যতাবিনাশী সংকট দূর হল না কেন?

গদাধর রানা
পর্ব ৩

● আমরা সম্যক জানি—যুগে যুগে ভারতবর্ষের মতো দেশের আধ্যাত্মিকতা সমৃদ্ধ বোদ্ধাসমাজ দেশের বৈচিত্র্যকে নষ্ট না ক'রে সাম্য ও ঐক্যের জয়গান গাওয়ার জন্যই আগুয়ান তা সে প্রশাসক হোক বা প্রশাসন। সে যে -রাজনীতিরই মানুষ হোন্ না কেন, সকলের কাছেই বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। সেই অর্থে বহুভাবে বহু সময়েই পুরানো নিয়ম ভেঙে নতুন নিয়ম তৈরি হচ্ছে বটে। তবে দুঃখ এই—তা কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশের অধিকাংশ মানুষের সমর্থনবিরোধী এবং এককথায় প্রবর্তিত নিয়মাবলী সর্বক্ষেত্রে সুচারু বা নীতিনিষ্ঠ হতে পারছে না—সভ্যতা বিনাশী সংকট দূর হবে কেমন ক'রে? অথবা, সভ্যতা ধীরে ধীরে উত্তরণের পথেই যাবে কেমন ক'রে? এ হেন নীতিনিষ্ঠতার অভাবে তারই সাথে সাথে সত্য, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থপরতা-র ঘাতিতহেতু শক্তিসম্পদের পরিমাণ বাড়ছে না এবং তার মানেরও উন্নয়ন ঘটছে না। এর মূলে কারণ হচ্ছে, ধর্মকে আমাদের সুস্থ সংস্কৃতির মৌল সত্তারূপে আজও ভাবা হয় না। ফলত, মানবধর্ম, নীতিজ্ঞান ও শিক্ষা-এই তিনটিকে সমবিন্দুতে আপতিত করার কোনো উদ্যোগও দেখা যাচ্ছে না। তাই সবার আগে মানবতাকে জাগ্রত করতে হবে যা থেকে জাগরণ আসবে। তবেই একই মঞ্চে একই ছন্দে জাত পাতনির্বিশেষে মানুষের শক্তিবৃদ্ধি হবে, যা বাস্তবিক সভ্য, কল্যাণময় দেশ গড়ে তুলতে সহায়ক হতে পারবে। তাই, এক্ষণে কাম্য হচ্ছে—সবার ন্যায্য অধিকারের প্রতিষ্ঠা হোক। কিন্তু অনীপ্সিত দুরন্ত অধিকারবাদের ত্বরায় বিলুপ্তি ঘটুক। মানুষের স্ব স্ব অধিকারকে বিলোপ করার যেন ঘোরতর সংঘাম চলেছে—সেকারণ, বাস্তব কাংক্ষিত সভ্যতা ধাক্কা খাচ্ছে—সভ্যতার সংকট নিরসন সুদূর পরাহত হয়ে যাচ্ছে। প্রাসঙ্গিক ভাবেই বর্তমান যুগসমস্যা সম্পর্কে জগদ্জননী মা সারদা চারটি বিষয়ের উপর আমাদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিলেন ঃ—

১) মানুষের উপর অবিশ্বাস,
২) সুস্থ জীবনদর্শনের অভাব,
৩) অন্তর্জীবনে বাধা,
৪) স্বাধীন চিন্তার অভাবে মানুষের জীবনে ঘনীভূত সমস্যা।

আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীনতম মানবিক চৈতন্য ছিল এমনটি ঃ—

১)সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপন,
২)সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি,
৩)সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে মিলন-কিন্তু দুঃখ—ঐক্য, শান্তি মিলন—এ সকলই আজ নানা পারিপার্শ্বিক পার্শ্বাপে অধরা বা অমিল হয়ে পড়েছে। অধুনাদিনে সৎ ও সততা মুখ ঢেকেছে; মিথ্যা সত্যের গলা টিপে ধরছে। সাম্যের অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার, শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, সাংস্কৃতিক শিক্ষার অধিকার—সংবিধানসম্মত এ সকলের পালন ও পরিপোষণের প্রায় অন্তর্জলিযাত্রা ঘটেছে। তাছাড়া মানুষ কেবলই অধিকারই চাইছে অন্যায়ভাবে, কর্তব্য সেটা নৈব নৈব চ।

● স্বামীজীর মতো করে নেতাজী বললেন,—''হে আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরাই তো দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করেছ। তোমরাই নতুনভারতের মুক্তির ইতিহাসের স্রষ্টা।'' তাছাড়াও নেজাতী যুব নেতৃত্বকে লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন," A true leader should be the embodiment of the past, product of the present & prophet of the future." এই হেন মহান নেতাদের বাণী আমরা বিস্মৃত হয়েছি।

● স্বামীজী পাশ্চাত্যের কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে আপন দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন ধর্ম ও কর্মের সমন্বয়ে এক অদ্ভুত জীবনদর্শন, যেটি শুধু এ দেশে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্যই নয়, ও দেশেরও বিচারপ্রবণ মানুষের কাছে ছিল সর্বঅর্থে গ্রহণীয় এক আদর্শ।

● বস্তুতঃ দেখা যাচ্ছে—বর্তমান সমাজ দানবীয় সভ্যতায় লালিত আত্মঘাতী মানবসমাজ; তাই সমাজগঠনের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাত্রা ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্তব্যগুলিকে আধ্যাত্মিকতার রসে সঞ্জীবিত না করলে দানবীয় সভ্যতায় লালিত এই আত্মঘাতী মানবসমাজ পৃথিবীর বুকে শেষ রাক্ষস প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত হবেই হবে। বলা যায়, অধুনাদিনে আত্মগ্লানির কারাবাসে বদ্ধ মানবপ্রাণ অসহায়ভাবে পাষাণসম স্তব্ধই প্রতিবদ্ধকতার প্রাচীরে নিষ্ফল আক্রোশে মাথা ঠুকছে।

● আমরা অনেক পূর্বেই আর্নল্ড টয়োবির কথায় জানতে পেরেছি ঃ— মানব ইতিহাসের সংকটময় মুহূর্তে মানবের একমাত্র পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে ভারতীয় জীবনধারা। পশ্চিমী ধাঁচে যে অধ্যায়ের আরম্ভ, ভারতীয় ধাঁচে তার পরিণতি ঘটাতে হবে। নচেৎ মানবজাতি আত্মঘাতী হবে। এ ছাড়াও ভারতীয় সভ্যতা আঘাতপ্রাপ্ত হবার পিছনে আরও কারণ আছে।

ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

দস্যু রত্নাকর হোঁচট খেয়েছিলেন

আমাদের সামনে একটা পথ থাকে, যে পথ দিয়ে আমরা রোজই চলাফেরা করি। কারণ, পথবিহীন আমরা পৌঁছেও যেতে পারিনা নিজেদের গন্তব্যস্থলে। সেই পথকে আমরা বলি আমাদের বন্ধু। এই পথের সাথে পরিচয় পেতে পদ চারণা আমাদের করতেই হয়। তবে পথ চলতে হয়। পথটাকে দেখেই, অন্যমনস্কভাবে চলতে গিয়ে আর একটু অসাবধানতার জন্যই হোঁচট লেগে যায়। যার দরুণ কখন পায়ের একটা অংশ ফেটে যায়, রক্তারক্তি হয়ে যায় পা খানি। সেই সময় জ্বালাটা যে হয়, সেটা বুঝতে পারে সেই মানুষটা যার পা খানি ফেটে গেছে। এরপর থেকে সে পথটাকে দেখেই চলে। যাতে দ্বিতীয়বার এমন ঘটনা আর না ঘটে। এখানে দস্যু রত্নাকরের কথাটা মনে পড়ে যায়। তিনি অন্যায়ভাবে উপায় করে এনে সংসার চালাতেন এবং পরিবারের সদস্যদের মুখে অন্ন তুলে দিতেন। এটাকে বীরত্বের কথা ভাবতেন। ভাবতেন সংসারের মানুষেরা তাঁকে বাহবা দিতেন। যখন এক মনীষী বলল, তুমি যে পথে হাঁটছো, সেই পথটি ভুলের পথ। তখন রত্নাকর বললেন, আপনি কী করে জানলেন। তখন মনীষী বললেন, তুমি তোমার পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করে দেখো, তখন পরিবারের সদস্যদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। আমি অন্যায় পথ অবলম্বন করে যে অর্থ এনে দিই, তার পাপের বোঝা কি তোমরা নেবে। প্রতিটি সদস্য বলল, তুমি অন্যায় করবে, আর তার পাপের বোঝা আমরা কেন নেব। তোমাকেই নিতে হবে। এই কথা শোনার পর একটি মস্ত বড় হোঁচট খেয়ে গেলেন। তারপর সিদ্ধান্ত নিলেন এবার দেখেশুনে পথ চলতে হবে। সঠিকভাবে জীবনটাকে নির্ণয় করতে হবে। তাই তিনি নিজেকে তপস্যায় বসিয়ে দিলেন যুগযুগ ধরে তপস্যা করে চললেন। এরপর তিনি ঋষি বাল্মিকীরূপে ফিরে এলেন এই জগতে। একটা হোঁচট খেয়েছিলেন বলেই নিজেকে পরিবর্তন করতে পেরেছিলেন। প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেও একবার হোঁচট খাওয়ার প্রয়োজনটা থেকে যায়। তাহলে নিজেকে পরিবর্তন করে নিতে পারে। এটাই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এটার জন্যই পরিবর্তন কথাও এসেছে। একথা গানেও বলা হয়েছে,' সেই গলিতে ঢুকতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে দেখি/বন্ধু সেজে বিপদ আমার দাঁড়িয়ে আছে একি'।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া-৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম-এলভি,
কলকাতা-৭০০০১৪

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম-এলভি,
কলকাতা-৭০০০১৪

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক